কৃষি মন্ত্রণালয়ে ২৬-০৭-৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির ৯ম সভার কার্য বিবরণী

বিগত ২৬-০৭-৯৮ ইং তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সীড প্রমোশন কমিটির ৯ম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-"খ" এ দেয়া হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানান এবং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি'কে অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচী-ক-১ঃ ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য জাতওয়ারী বীজআলু উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ঃ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি সভায় জানান যে, ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে বিএডিসি যথাক্রমে ৮০১৯ মে. টন এবং ৭৩৫৭ মে. টন প্রত্যায়িত বীজআলু বিতরণ করেছে। এর মধ্যে ১৯৯৭-৯৮ সালের বিতরণকৃত বীজের মধ্যে ২৫১৬ মে. টন কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত মূল্যে এবং বাকি বীজ বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় হয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যে বিক্রীত বীজ প্রায় সবটুকুই ডায়মন্ট ও কার্ডিনাল জাতের, যা এই দু'টি জাতের কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়তা ও চাহিদা প্রকাশ করে। অবশিষ্ট জাতগুলোর কৃষক পর্যায়ে চাহিদা না থাকায় বিএডিসি ঐসমস্ত জাতের বীজ উৎপাদন করে প্রচুর ক্ষতির সন্মুখীন হয়। মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি আরও জানান যে, বিএডিসি হিমাগারে স্থানের সীমাবদ্ধতার কারণে মোট ৮৫০০ মে. টনের বেশী বীজআলু সংরক্ষণ করতে পারে না। তবে আরও ৩টি হিমাগার স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে এবং এগুলো সম্পন্ন হলে বীজআলু সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা ১৩০০০ মে. টনে উন্নীত হবে। বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এবং কৃষক পর্যায়ে চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে বিএডিসি ১৯৯৮-৯৯ সালে কার্ডিনাল ও ডায়মন্ট জাতের ৭০০০ মে. টন প্রত্যায়িত ও ১৫০০ মে. টন ভিত্তি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তাব করেছে।

পরিচালক (গবেষণা), বারি বলেন যে, কেবলমাত্র ২টি জাতের বীজ উৎপাদন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তিনি বলেন যে, মুলটা ও পেট্রোনিজ জাতেরও কোন কোন স্থানে চাহিদা আছে এবং বারি'র উৎপাদিত জাতসমূহ কম পরিমাণ করে হলেও উৎপাদন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রাখা প্রয়োজন। কর্মসূচীতে যে পরিমাণ ব্রিডার সীড-এর চাহিদা দেয়া হয়েছে তা হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা যাবে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে মোট ৫টি জাতের ১৪৩৪৯ মে. টন বীজের চাহিদা জানান হয়েছে। ডায়মন্ট ও কার্ডিনাল জাত দু'টিকে প্রধান উৎপাদিতব্য জাত হিসাবে রেখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাহিদার ভিত্তিতে আরও ২টি জাত কম করে উৎপাদন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সভায় মত প্রকাশ করা হয়। মহাপরিচালক (বীজ) স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত জাত উৎপাদন কর্মসূচীতে রাখার প্রস্তাব করেন। বিএডিসি'র পক্ষ হতে জানান হয় যে, কৃষি সচিব মহোদয়ের নির্দেশমত বিগত ১৯৯৭-৯৮ সালে বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জাত নির্বাচন করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে কার্যপত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন জাতের সমস্যাবলীও বিবেচনায় রাখার পক্ষে তিনি মতামত দেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, আলুর প্রদর্শনী সিডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয় এবং প্রয়োজনে তিনি ভবিষ্যতে এর ফলাফল সংগ্রহ করে সভাকে অবহিত করবেন। পরবর্তী সীড প্রমোশন কমিটির সভায় আলু সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য সিডিপি-এর প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণের পক্ষে মতামত দেয়া হয়।

পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র জানান যে, আগামী মৌসুমে টিসিআরসি বিভিন্ন জাতের প্রদর্শনী সমস্ত দেশে করবে এবং এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আলুর জাতের প্রতি কৃষকদের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী বছরে দেয়া সম্ভব হবে।

মহাপরিচালক (বীজ উইং) বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান নেদারল্যান্ডের 'গ্রেনুলা' জাত ভাল পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। নেদারল্যান্ড হতে বর্তমানে প্রচলিত ভাল জাতের আলু বীজ আনা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, দেশে অবমুক্ত যে কোন জাতের যে কোন পরিমাণ বীজ আমদানী করতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। পরিচালক (গবেষণা), বারি বলেন যে, আমদানীকৃত কোন জাত প্রাথমিকভাবে ভাল পাওয়া গেলে বারি'তেও তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

বীজ উৎপাদন ও সরবরাহে বিফলতার জন্য জবাবদিহি করতে হয় বিধায় বিএডিসি নতুন জাতের বীজ উৎপাদনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে এবং যতদুর সম্ভব কম ঝুঁকিপূর্ণ জাতই কেবল বীজ উৎপাদন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। ব্যবস্থাপক (টিসি), বিএডিসি বলেন যে, একসময় 'পেট্রোনিজ' জাতের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। পরবর্তীতে

টিসিআরসি টিস্যুকালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত এ জাতের বীজ নতুনভাবে বিএডিসিকে দেয় কিন্তু কৃষক পর্যায়ে এর গুণগত মান ভাল না পাওয়ায় এর চাহিদা অনেক কমে গিয়েছে।

সীড মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি বলেন যে, বিএডিসি বিভিন্ন জাতের বীজ আলুর যে সমস্যা বর্ণনা করেছে তা বিবেচনায় এনে উৎপাদন কর্মসূচী নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তিনি ১৯৯৭-৯৮ সালে যে 'ক্লিওপেট্রা' জাতের বীজআলু সরবরাহ করা হয়েছে তার পারফরমেন্স জানতে চাইলে ব্যবস্থাপক (টিসি), বিএডিসি বলেন যে, উক্ত জাতের জমিতে গাছের দেহতাত্ত্বিক বিভিন্নতা পাওয়া যায় এবং এর অবক্ষয়ের হার অত্যধিক।

মহা-ব্যবস্থপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, নতুন জাতের বীজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য ভাল মানের ব্রিডার বীজ সরবরাহ করতে হবে এবং আরও বহুল প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, বিভিন্ন জাতের বীজআলুর কোন্ কোন্ উপাত্তের উপর প্রদর্শনী করতে হবে তার নির্দিষ্ট প্রস্তাব গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে আসতে হবে।

পিএসও, আলু গবেষণা কেন্দ্র, দেবীগঞ্জ বলেন যে, নেটহাউসে উৎপাদিত ব্রিডার বীজ ২/৩ ধাপে খোলা মাঠে পরিবর্ধন করে প্রাকভিত্তি বীজ হিসেবে বিএডিসি'কে সরবরাহ করা হয়। বিএডিসি'র পক্ষ হতে টিস্যুকালচারের মাধ্যমে নেট হাউসে উৎপাদিত অত্যন্ত উঁচুমানের ব্রিডার বীজই কেবল বিএডিসি'কে সরবরাহ করার পক্ষে মতামত দেয়া হয়।

দেবীগঞ্জ গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বিএডিসি'কে সরবরাহকৃত ব্রিডার বীজের মূল্য বেশী পড়ে বলে সভাকে অবহিত করলে বিএডিসি ও বারি যৌথভাবে উক্ত বীজের মূল্য নির্ধারণের পক্ষে সভায় মতামত দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ১৯৯৮-৯৯ সালে বিএডিসি কার্ডিনাল ও ডায়মন্ট জাতের যথাক্রমে ৫১৬ টন ও ৯৮৪ টন ভিত্তি এবং কার্ডিনাল, ডায়মন্ট ও মূলটা জাতের যথাক্রমে ২২৬০, ৪৭০০ ও ৪০ টন প্রত্যায়িত বীজআলু উৎপাদন করবে (পরিশিষ্ট-"ক")।

(২) টিসিআরসি (বারি) নেট-হাউসে উৎপাদিত আলুর ব্রিডার বীজ ১৯৯৮-৯৯ সালে ৫টি জাতের ৫৫ টন এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ৫টি জাতের ৭৫ টন বিএডিসি'কে সরবরাহ করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(৩) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে কোন প্রতিষ্ঠান দেশে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত যে কোন জাতের বীজআলু যে কোন পরিমাণ আমদানী করতে পারবে।

(৪) কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, টিসিআরসি (বারি) কর্তৃক উদ্ভাবিত ও সীড বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত জাতগুলোর অধিক পরিমাণে প্রদর্শনীর আয়োজন করবে এবং ক্যাম্পেন আকারে এ জাতগুলোর প্রচারের ব্যবস্থা নিবে।

(৫) বীজআলু সংক্রান্ত আলোচনার পরবর্তী সভায় সিডিপি'র প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

আলোচ্যসূচী-খ-১ঃ ১৯৯৮-৯৯ উৎপাদন মৌসুমে সরিষা, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, ছোলা এবং মসুরের জাতওয়ারী উৎপাদন কর্মসুচী নির্ধারণ।

(ক) সরিষা ঃ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, বিগত রবি মৌসুমে বপন সময়কালে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জমি বীজ বপন উপযোগী ছিল না। এর জন্য সর্বপ্রকার ডাল ও তৈল বীজ বিক্রয়ের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং বিএডিসি অবিক্রিত ডাল ও তৈল বীজ কমমূল্যে অবীজ হিসেবে বিক্রয়ে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবারের ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান যে, বিগত মৌসুমে ১৬৫ টন সরিষা বীজ প্রাপ্যতার বিপরীতে মাত্র ৯৮.৭৭ টন বিতরণ হয়েছে। তবুও সার্বিক চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে বিএডিসি ৫টি জাতের ১৫০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের প্রস্তাব দিয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কেবলমাত্র ৩টি পুরানো জাতের চাহিদার বিপরীতে বিএডিসি কর্তৃক অধুনা অবমুক্ত ৩টি জাত উৎপাদন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বারি'র পক্ষ হতে ভাল জাত হিসেবে বারি সরিষা-৬ জাতটিও উৎপাদন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। বিনা'র প্রতিনিধি "নেপালের" অন্তর্ভুক্ত বিনাসরিষা-৩ জাতটির ব্রিডার বীজ সরবরাহের প্রস্তাব দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বিএডিসি ১৯৯৮-৯৯ সালে সরিষার ৬টি জাতের ২.৭০ টন ভিত্তি এবং ১৬০.০০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(২) বারি ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯-২০০০ সালে ৫টি জাতের ৪১ কেজি করে এবং বিনা ঐ দু'বছরে বিনাসরিষা-৩ এর ২ কেজি করে ব্রিডার বীজ সরবরাহ করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(৩) কৃষি তথ্য বিভাগ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সকল জাতের প্রচারের জন্য 'ক্যাম্পেন' আকারে কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

(খ) চীনাবাদাম ঃ

বিগত রবি মৌসুমে ১১৬.২৭ টন বাদাম বীজ প্রাপ্যতার বিপরীতে মাত্র ২৪.৫২ টন বীজ বিক্রয় হয়েছে এবং চলতি মৌসুমে সরবরাহের জন্য বিএডিসি'র নিকট প্রায় ১২.০০ টন বাদাম বীজ মজুদ আছে বলে মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি সভাকে অবহিত করেন। বাদাম বীজ বিতরণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিএডিসি চলতি মৌসুমে ২টি জাতের ১০০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের প্রস্তাব দিয়েছে। বারি'র পক্ষ হতে জানানো হয় যে, অতি সত্বর "আইসিজি ই-৫৫" এবং "এম-৫" এই দু'টি জাত অবমুক্ত হবে এবং এই জাত দু'টি উৎপাদন কর্মসুচীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেয়া হয়। এই দু'টি জাতের বীজের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজের প্রস্তাব বিএডিসি বারি'তে প্রেরণ করবে বলে জানানো হয়। বারি'র পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে, বিগত মৌসুমে উৎপাদন কম হওয়ার জন্য আগামী রবি মৌসুমে ঢাকা-১ ও ঝিঙ্গাবাদাম জাতের যথাক্রমে ২৬৭ কেজি ও ৬২৫ কেজি ব্রিডার বীজের চাহিদার স্থলে যথাক্রমে মাত্র ৫০ কেজি ও ১০০ কেজি সরবরাহ করা যাবে। তাছাড়া আইসিজি-ই-৫৫ ও এম-৫ এবং ত্রিদানা (ডিএম-১) জাতটির ব্রিডার বীজ সরবরাহের প্রস্তাব বারি হতে দেয়া হয়। কিন্তু বাসন্তি (ডিজি-২) বাদাম বীজের ব্রিডার বীজের সরবরাহের প্রস্তাব জাতটির দীর্ঘ জীবনকালের জন্য এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ১৯৯৮-৯৯ রবি মৌসুমে বিএডিসি বাদামের ৫টি জাতের ১০.৩০ টন ভিত্তি বীজ এবং ৪টি জাতের ১১০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(২) বারি ১৯৯৮-৯৯ সালে ৫টি জাতের ১৮০ কেজি এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ৫টি জাতের ১৭৫১ কেজি ব্রিডার বীজ সরবরাহ করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(গ) সূর্যমুখী ঃ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, বিগত মৌসুমে ৭০ টন সূর্যমুখী বীজ প্রাপ্যতার/সরবরাহের বিপরীতে মাত্র ৩.৩০ টন বিতরণ হয়েছে। তাছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতেও কিরনী জাতের সূর্যমুখী বীজ উৎপাদন না করার পক্ষে মতামত দেয়া হচ্ছে। বর্তমান বছরে ২০ টন বীজ সরবরাহের জন্য মজুদ আছে এবং আগামী বছরে ৫ টন সূর্যমুখী বীজ উৎপাদনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে বলেও তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি দেশে যে সূর্যমুখীর চাষ হয় তার প্রায় সবটুকুই হাইব্রিড জাতের বলে জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ১৯৯৮-৯৯ সালে বিএডিসি কিরণী জাতের ০.৫০ টন ভিত্তি বীজ এবং ৫.০০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করবে।

(২) বারি ১৯৯৮-৯৯ সালে ১০ কেজি এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ২০ কেজি কিরণী জাতের ব্রিডার বীজ সরবরাহ করবে।

(ঘ) ছোলা বীজ ঃ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, বিগত বছরে ৬০.৫০ টন ছোলা বীজ প্রাপ্তির বিপরীতে ৭.৪৮ টন ছোলা বীজ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ৪টি জাতের ৬৬.৭৮ টন চাহিদার বিপরীতে বিএডিসি নতুন জাতের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিনাছোলা-২ সহ ৭টি জাত উৎপাদন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে ৯.৯০ টন ভিত্তি এবং ৭৫.০০ টন প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদন কর্মসূচী প্রস্তাব করেছে। বারি'র পক্ষ হতে বলা হয় যে, বারিছোলা-১ (নবীন) জাতে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাওয়ায় এবং উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় এ জাতের বীজ উৎপাদন বন্ধ করাই উত্তম এবং বারি এখন

থেকে ঐ জাতের কোন ব্রিডার বীজ সরবরাহ করবে না বলে জানানো হয়। পরিচালক (গবেষণা), বারি আরও বলেন যে, বারিছোলা-৩ জাতটি বারিন্দ্র এলাকার জন্য উপযুক্ত এবং এর বীজ ঐ এলাকায় বিতরণ করা প্রয়োজন। কৃষকদের নিকট একমাত্র বারিছোলা-১ (নবীন) জাতের ছোলারই পরিচিতি আছে এবং এর বীজের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি মন্তব্য করেন। ছোট দানার কারণে হাইপ্রোছোলা জাতটির বীজ উৎপাদন বেশ আগেই বন্ধ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক (ডাল ও তৈল), বিএডিসি জানান। অন্যান্য ছোলার জাতের প্রচারের জন্য বহুল প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বারি ও বিনা'র প্রতিনিধির প্রস্তাব মোতাবেক আগামী ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯-২০০০ সালে কি পরিমাণে ব্রিডার বীজ সরবরাহ করা হবে তা পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বিএডিসি ১৯৯৮-৯৯ সালে ছোলা ফসলের ৭টি জাতের ৮.৯০ টন ভিত্তি বীজ এবং ৭৫.০০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(২) বারি ১৯৯৮-৯৯ সালে ৬টি জাতের ৪৮৬ কেজি এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ৬টি জাতের ৬১৩ কেজি ব্রিডার বীজ সরবরাহ করবে। বারিছোলা-১ (নবীন) জাতের কোন ব্রিডার বীজ বারি এখন থেকে সরবরাহ করবে না।

(৩) ছোলার নতুন জাতসমূহের প্রচারের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/বারি বহুল প্রদর্শনীর আয়োজন করবে।

(ঙ) **মসুর বীজ ঃ**

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, বিগত মৌসুমে ৭০ টন মসুর বীজ প্রাপ্তির বিপরীতে ৮.৪৫ টন বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে এবং এ বছর ৩টি জাতের ১১০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের প্রস্তাব দিয়েছে। পরিচালক (গবেষণা), বারি বলেন যে বারিমসুর-১ জাতের উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ায় এই জাতের বীজ উৎপাদন কমিয়ে আনা প্রয়োজন এবং সাথে সাথে অধিক উৎপাদনশীল ও "স্ট্যামফাইলাম ব-াইট " রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বারিমসুর-৪ এর উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। বিএডিসি প্রয়োজনে বারিমসুর-৪ জাতের বীজ বারি থেকে সংগ্রহের ব্যবস্থা নিবে বলে সভায় আলোচনা হয়। নতুন মসুর জাতসমূহের প্রচারের জন্য বহুল প্রদর্শনীর প্রয়োজন আছে বলেও সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বারি'র পক্ষ হতে ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে বারিমসুর-৪ জাতের বীজের অধিক পরিমাণে ব্রিডার বীজ সরবরাহ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বিএডিসি ১৯৯৮-৯৯ সালে মসুরের ৪টি জাতের ৮.৪০ টন ভিত্তি এবং ১১০.০০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(২) বারি ১৯৯৮-৯৯ সালে ৪টি জাতের ৩৩২ কেজি এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪টি জাতের ৪২৬ কেজি মসুর ব্রিডার বীজ সরবরাহ করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(৩) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/বারি নতুন জাতের মসুর বীজের প্রচারের জন্য বহুল প্রদর্শনীর আয়োজন করবে।

(৪) কৃষি তথ্য সার্ভিস ডাল ও তৈল বীজের উৎপাদিত সমস্ত জাতের সকল পরিমাণ বীজ বিতরণে সহায়তা করার জন্য 'ক্যাম্পেন' আকারে প্রচারের কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচী-গ-১ ঃ **১৯৯৮-৯৯ উৎপাদন মৌসুমে "বীজের আপৎকালীন মজুদ ও ব্যবস্থাপনা" প্রকল্পের আওতায় আমন ও গম বীজের জাতওয়ারী উৎপাদনের পরিমাণ ও লক্ষমাত্রা নির্ধারণ।**

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, দৈব-দুর্বিপাকের সময় দূর্গত এলাকায় বীজ সরবরাহ করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়তা করার জন্য "বীজের আপৎকালীন মজুদ ও ব্যবস্থাপনা" প্রকল্পটি (মেয়াদকাল জুলাই '৯৭ হতে জুন, ২০০০ সাল) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে ১৯৯৮-৯৯ আমন মৌসুমে স্থানীয় ও উফশী মিলে ৪টি জাতের ৩৬০ টন আমন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ও কর্মসূচী জারী করা হয়েছে এবং ২টি জাতের গম বীজের ১৪০০ টন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি বিআর-২২ ও বিআর-২৩ জাতের এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বিনাশাইলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে,

ধার্যকৃত লক্ষমাত্রা ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে তাই এটা আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়; তবে এবারের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আগামী মৌসুমে এ বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, সাধারণ আমন বীজ উৎপাদন কর্মসূচীতে ৫০ টন বিআর-২৩ বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত আছে।

এই প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত বীজ সরবরাহ করা সম্ভব না হলে কি করা হবে সে ব্যাপারে সভায় আলোচনা হলে মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, সে রকম পরিস্থিতিতে প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী এ বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে এবং তা সম্ভব না হলে সরকারী খাদ্য গুদামে সরকারী মূল্যে সরবরাহ করা হবে অথবা বিএডিসি'র প্রচলিত নিয়মানুসারে অবীজ হিসেবে বিক্রী করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) "বীজের আপৎকালীন মজুদ ও ব্যবস্থাপনা" প্রকল্পের অধীনে ১৯৯৮-৯৯ সালের আমন মৌসুমে ৪টি জাতের মোট ৩৬০ টন আমন বীজ (নাইজারশাইল - ১৫০ টন, বিনাশাইল - ১৫০ টন, বিআর-২২ জাত - ৩০ টন এবং বিআর-২৩ জাত - ৩০ টন) এবং গম মৌসুমে মোট ১৪০০ টন (কাঞ্চন - ১২৭২ টন এবং প্রতিভা-১২৮ টন) গম বীজ উৎপাদন করা হবে।

আলোচ্যসূচী-গ-২ ঃ বীজ সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ ঃ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, আপৎকালীন মজুদের জন্য বীজ বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের এবং বীজ উৎপাদন খামারের মাধ্যমে উৎপাদন ও সংগ্রহ করে এলাকার নিকটস্থ বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য বীজ প্রকল্পের বীজের সংগ্রহ মূল্য বিএডিসি নির্ণয় করে থাকে। একই ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য একই পদ্ধতিতে নির্ণয় হওয়া প্রয়োজন। কাজেই এই প্রকল্পের উৎপাদিত বীজের ক্ষেত্রেও সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব বিএডিসি'কে দেয়া যেতে পারে বলে প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) "বীজের আপৎকালীন মজুদ ও ব্যবস্থাপনা" প্রকল্পের আধীনে উৎপাদিত বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য বিএডিসি নির্ধারণ করবে।

সভার আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/- ৬/৮/৯৮
(মোঃ আব্দুল হালিম)
অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ)
কৃষি মন্ত্রণালয়
এবং
সভাপতি, সীড প্রমোশন কমিটি

পরিশিষ্ট- 'ক'

২৬-৭-৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির ৯ম সভায় নির্ধারিত আলু ও বিভিন্ন ডাল/তৈল বীজ উৎপাদনের এবং ব্রিডার বীজ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা

ফসলের নাম	জাতের নাম	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (১৯৯৮-৯৯) (টন)		ব্রিডার বীজ সরবরাহ	
		ভিত্তি	প্রত্যায়িত	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
					হিসাব ঃ টনে
আলু	(ক) কার্ডিনাল	৫১৬	২২৬০	১০	২০
	(খ) ডায়মন্ট	৯৮৪	৪৭০০	২০	৩০
	(গ) মূলটা	-	৪০	১০	১০
	(ঘ) পেট্রোনিজ	-	-	১০	১০
	(ঙ) হীরা	-	-	৫	৫
মোট ঃ		১৫০০	৭০০০	৫৫	৭৫
		হিসাব ঃ টনে		হিসাব ঃ কেজিতে	
সরিষা	(ক) টরি-৭	১.১০	৫০	১৪	১৪
	(খ) সম্পদ	০.৫০	১০	৫	৫
	(গ) বারিসরিষা-৬	০.৫০	১০	১৫	১৫
	(ঘ) বারিসরিষা-৭	০.১৫	১০	২	২
	(ঙ) বারিসরিষা-৮	০.১৫	৩০	৫	৫
	(চ) বিএডিসি সরিষা-১ (পাক্কারাই)	০.১৫	৫০	-	-
	(ছ) বিণাসরিষা-৩	০.১৫	-	২	২
মোট ঃ		২.৭০	১৬০	৪৩	৪৩
চীনাবাদাম	(ক) ঢাকা-১	৩.০০	২৫.০০	৫০	৩৫৬
	(খ) ঝিঙ্গাবাদাম	৭.০০	৭৫.০০	১০০	১৩৩৫
	(গ) আইসিজি ই-৫৫	০.১০	৫.০০	১০	২০
	(ঘ) এম-৫	০.১০	৫.০০	১০	২০
	(ঙ) ত্রিদানা	০.১০	-	১০	২০
মোট ঃ		১০.৩০	১১০.০০	১৮০	১৭৫১
সূর্যমুখী	(ক) কিরণী	০.৫০	৫.০০	১০	২০
ছোলা	(খ) বারিছোলা-১	-	৪০	-	-
	(খ) বারিছোলা-২	২.০০	২০	১২০	১৬০
	(গ) বারিছোলা-৩	০.৮৩	৫	৫০	৬০
	(ঘ) বারিছোলা-৪	০.৬০	৫	৩৬	৫৩
	(ঙ) বারিছোলা-৫	৩.৩৩	৪	২০০	২৫০
	(চ) বারিছোলা-৬	১.০০	-	৬০	৬০
	(ছ) বিণাছোলা-২	০.৩৩	১	২০	৩০
মোট ঃ		৮.০৯	৭৫	৪৮৬	৬১৩
মসুর	(ক) বারিমসুর-১	২.৫০	৪০	১০০	১০০
	(খ) বারিমসুর-২	২.৬০	৪০	১০০	১২৪
	(গ) বারিমসুর-৩	০.৮০	১০	৩২	৫২
	(ঘ) বারিমসুর-৪	২.৫০	২০	১০০	১৫০
মোট ঃ		৮.৪০	১১০	৩৩২	৪২৬

পরিশিষ্ট- 'খ'

২৬-৬-৯৮ ইং তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির ৯ম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	টেলিফোন নম্বর
১.	জনাব মোঃ আবু এনামদার হোসেন	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রজণন বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, দেবীগঞ্জ, বারি	
২.	জনাব আফতাব উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক, টিসিআরসি-বারি	
৩.	জনাব এ.বি.এম. সালাহউদ্দিন	পরিচালক, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বারি	
৪.	জনাব মনির উদ্দিন খান	মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, এসসিএ	০৬৮১/২০৩৪
৫.	জনাব এম. এ. হামিদ	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, ময়মনসিংহ	৫৪০৪৭
৬.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ (ভারপ্রাপ্ত), বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৬০২৩৮
৭.	জনাব হামিজউদ্দিন আহমেদ	পরিচালক (গবেষণা), বি.এ.আর.আই	৯৩৩৪৪০২
৮.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম	মহাপরিচালক, কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৬৬০৮৭
৯.	জনাব এ.কে.এম. শামসুজ্জোহা	ব্যবস্থাপক (প্রোগ্রাম), বিএডিসি	৯৫৫৮৫৭৭
১০.	মিঃ এম. এল. রায়	ব্যবস্থাপক (টিসি), বিএডিসি	৯৫৫২৭৫৭
১১.	জনাব মোহাম্মদ আবু ইচ্ছা	উপ-পরিচালক, ডি.এ.ই	৯১৩২৩২৬
১২.	জনাব সিরাজ আহমেদ চৌধুরী	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন	৯৬৬১০৭২
১৩.	জনাব মোঃ গাজীউল হক	ব্যবস্থাপক (আঃমঃ), বিএডিসি	৯৫৫২০৯৬
১৪.	জনাব এ.এম. মাহমুদ	প্রকল্প পরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ), বিএডিসি	৯৫৫২৫৮৬
১৫.	জনাব ওয়াহিদুজ্জামান	উপ-পরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ), বিএডিসি	৯৫৫২৫৮৬
১৬.	জনাব আবদুর রহিম	সাধারণ সম্পাদক, এস.এস.বি	৯৬৬৭৩২৭
১৭.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৬৩৬৩৯/৩৭৫৮
১৮.	জনাব মুঃ ফজলুল হক রিকাবদার	পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস	৯১১২২৬০
১৯.	জনাব এম. বদরুল আলম দেওয়ান	পি.এস.ও, উদ্ভিদ প্রজণন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৯৩৩৩০৯৮/৩৩৫
২০.	জনাব টুকু আব্দুর রহমান	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড ডিলার এসোসিয়েশন	
২১.	জনাব মোঃ মোস্তফা হুসেন	ব্যবস্থাপক (কঃগ্রোঃ), বিএডিসি, ঢাকা	৯৫৫২৬০১
২২.	জনাব জি.এম. মঈনুদ্দীন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	৯৫৫২৩১৭